ফাইল ঝিন্টুর সুইডেনের দিনকাল

দেলোয়ার হোসেন, সুইডেন থেকে

'আরো দুর ভাই, ঐ খবরের অতো গুরুত্ব দিয়েন না। হে তো কয় দিনের মইদ্যেই বারাইয়া আইতেছে। সব আটঘাট ফিট কইরাই গেছে হে। সে কি এতো বোকা ফাঁসিতে ঝুলনের লাইগা সুইডেনে বউ-বাচ্চা ফালাইয়া ঢাকায় গিয়া ধরা দিছে? আমরা লগে খোকা ভাই, আব্বাস ভাইর লগে কথা হইছে না। হেরা কইছে, তোমরা চিন্তা কইরো না। হে কয়দিন পরেই আইতাছে।'

গত ৫ জানুয়ারি ঢাকার কয়েকটি জাতীয় দৈনিকে '২২ বছর পর ফাঁসির আসামি ঝিন্টুর আত্মসমর্পণ' শীর্ষক খবর প্রকাশের কয়েক দিন পর সুইডেনে বিএনপির এক পাতিনেতা কথা প্রসঙ্গে এ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই দেখা গেল ওই নেতার কথাই ঠিক। সবকিছু গুছিয়ে ২৩ বছর পর ২০০৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর ঢাকার মাটিতে নিরাপদে-নির্ভয়ে পা ফেলেন ঝিন্টু। এর তিন দিন পর ২০০৫ সালের ৩ জানুয়ারি আদালতে আত্মসমর্পণ করে অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে অর্থাৎ মাত্র এক সপ্তাহের মাথায় ১০ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতির অনুকম্পায় ফাঁসির দণ্ড থেকে মুক্তিলাভ করে ৩ ফেব্রুয়ারি ফিরে আসেন সুইডেনে। সুইডেনের বিএনপি সভাপতি মহিউদ্দিন আহমেদ ঝিন্টু যে ফাঁসির দণ্ড থেকে মাফ পেতে যাচ্ছেন- এমন একটা গুঞ্জন আরম্ভ হয়েছিল ২০০১ সালে বিএনপি ক্ষমতাসীন হওয়ার পর। বিএনপির প্রভাবশালী নেতা-মন্ত্রীদের সঙ্গে তার সংযোগ-তৎপরতার বিষয়টি যেন ক্রমেই বাস্তবতার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এই ফাঁসির দণ্ড মওকুফের খবরটিও তখন ছাপা হয়েছিল ঢাকার কোনো কোনো পত্রিকায়। শুরু হয়েছিল মৃদু গুঞ্জন। তারপর যথানিয়মেই হয়ে পড়েছিল সবকিছু চুপচাপ।

মহিউদ্দিন আহমেদ ঝিন্টু

কিন্তু ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। আর তাই ঝিন্টুর এই দণ্ড মওকুফের নেপথ্যে সক্রিয় ভূমিকা পালনকারী হিসেবে আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদের নাম উঠে আসে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সম্প্রতি এক বৈঠকে। সংবাদপত্রে বেরিয়ে আসে আরো তথ্য।

সুইডেনে মওদুদ

'কে এই ঝিন্টু? আমি তাকে চিনি না। দেখিনি কোনো দিন। সাংবাদিকদের এ রকম কথাই বলেছেন মওদুদ আহমদ। অথচ তিনি শরণার্থীদের আশ্রয়দানের প্রক্রিয়া এবং আইনের শাসনের ওপর ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব রিফিউজি ল জাজেসের একটি বিশ্ব সম্মেলনে যোগ দিতে গত ২০ থেকে ২৪ এপ্রিল পর্যন্ত সস্ত্রীক সুইডেন সফর করেন। ২৩ এপ্রিল তাকে সস্ত্রীক সুইডেন বিএনপির পক্ষ থেকে সোলনা এলাকায় অবস্থিত ঝিন্টুর নিজস্ব রেস্টুরেন্ট 'পায়েলে' এক সংবর্ধনা দেয়া হয়। এই অনুষ্ঠানে মওদুদকে স্বাগত জানিয়ে মহিউদ্দিন আহমেদ ঝিন্টু স্মৃতিচারণ করে বলেন, জাগদল গঠনের সময় তিনি ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদের সঙ্গে রাজনীতি করেছেন এবং ব্যাপক সাহায্য-সহযোগিতা লাভ করেছেন। তিনি আরো বলেন, 'আপনার হয়তো মনে আছে, ১৯৮১ সালে ধূপখোলা মাঠে আমি দলের এক সভার আয়োজন করেছিলাম। আপনি ছিলেন প্রধান অতিথি। আজ আবার দীর্ঘদিন পর আপনাকে কাছে পেয়ে আমি আনন্দিত।' অনুষ্ঠানে ঝিন্টু ও অন্যান্য নেতা-কর্মীর সঙ্গে মওদুদ আহমদের বর্ণাঢ্য ছবি স্থানীয় পত্রিকার প্রচ্ছদে ও ভেতরের পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছিল।

কানেকশন টু...

ঝিন্টুকে বাঁচানোর এই মিশনে শুধু আইনমন্ত্রীই নন, যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া গেছে আরো অনেকের। বিএনপির অনেক রাঘব বোয়াল কিংবা টপ-টু-বটম পর্যন্ত নেতাদের সঙ্গে ছিল ঝিন্টুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। খোদ প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার কাছ থেকে ঝিন্টু পেয়েছিলেন গ্রিন সিগন্যাল, যার তথ্য-প্রমাণও ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে। ঝিন্টুর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সাক্ষাৎ কিভাবে ঘটেছিল, 'তা বর্ণনা করেছেন ঝিন্টু নিজেই। ২০০৩ সালের ১১ ডিসেম্বর জেনেভায় তথ্য সমাজ সংক্রান্ত অনুষ্ঠিত একটি সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। এ সময় ঝিন্টু তার ফাঁসি মওকুফের আবেদন নিয়ে ছুটে যান জেনেভায় খালেদা জিয়ার কাছে। সঙ্গে ছিলেন সুইডেন বিএনপির অপর দুই সহকর্মী আখতারুজ্জামান ফনু ও আবদুল কাইয়ুম মুকুল। ঝিন্টুর ভাষায়, 'আমি সংগঠনের কাজে জেনেভা যাই। সেখানে দেশনেত্রী প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে আমার সাক্ষাতের সুযোগ হয়। ম্যাডামের কাছে আমার ষড়যন্ত্রমূলক রায়ের কথা তুলে ধরি এবং বলি, বিএনপির রাজনীতি করার জন্যই আমাকে এই খুনের মামলায় জড়ানো হয়েছে। আমি নিরপরাধ। আশা করি, বিএনপি সরকার আমার প্রতি ন্যায়বিচার করবে এবং এই মিথ্যা ও ষড়যন্ত্র মামলার রায় থেকে আমাকে মুক্ত করবে। আজ দীর্ঘ ২৩ বছর যাবৎ আমি দেশান্তর। আমি আমার প্রিয় মাতৃভূমিতে ফিরে যেতে চাই। আমাকে মুক্তি দিন।'

জবাবে প্রধানমন্ত্রী কি বলেছিলেন সে সম্পর্কে ঝিন্টু বলেন, 'তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রী। যা কিছু করার আইনের মাধ্যমেই করতে হবে। তবে তিনি আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন আইন অনুযায়ী আমি যাতে সুবিচার পাই তার যথেষ্ট চেষ্টা তিনি করবেন।'

জেনেভা থেকে ফিরে এসেই ঝিন্টু তাদের একটি দলীয় মুখপত্রে এক সভায় খালেদা জিয়ার পাশে থাকার ছবিসহ

সাক্ষাৎকার দেন। দু'জন সুইডেন প্রবাসী জানান, ঐ সময় তারা বাংলাদেশে অবস্থানকালে টিভিতে প্রধানমন্ত্রীর জেনেভা সফরের ওপর প্রচারিত ভিডিও ক্লিপে ঝিন্টুকে দেখেছেন।

ঝিন্টুর ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া জানান সুইডেন বিএনপির বিভক্ত গ্রুপের কয়েকজন নেতা। তারা বলেন, 'তারা শহীদ জিয়ার দেশপ্রেম, সততা ও উন্নত নৈতিকতায় মুগ্ধ হয়ে আদর্শ রাজনীতির ধারায় শামিল হওয়ার জন্যেই বিএনপির রাজনীতিতে নিজেদের যুক্ত করেছিলেন। অসৎ লোকদের নিয়ে রাজনীতি এবং দলের বদনাম কুড়াবার জন্য নয়।'

ঝিন্টু বলেন, 'আমি অন্য কারো মাধ্যমে যুবদলে আসিনি। শহীদ জিয়াউর রহমান আমাকে সরাসরি দলে রিক্রুট করেন। তিনি আমাকে ব্যক্তিগতভাবে জানতেন, চিনতেন এবং অত্যন্ত স্নেহ করতেন।' জিয়াউর রহমানের সঙ্গে তার সংযোগ বা সাক্ষাৎ ঘটার বিষয়ে তিনি বলেন, '১৯৭৫ সালে ঢাকায় একজন ব্যবসায়ীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। ওই ব্যবসায়ীর সঙ্গে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ভালো যোগাযোগ ছিল। তিনি ছিলেন শর্ষিনার পীর সাহেবের মেয়েজামাই। পীর সাহেবের একটি বাড়ি দখল করে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কার্যালয় করা হয়েছিল। বেআইনিভাবে দখলকৃত এই বাড়িটি আমি আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মুক্ত করে পীর সাহেবের হাতে তুলে দিই। পরবর্তীতে এই পীর সাহেবের মেয়ের জামাইয়ের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সঙ্গে আমার যোগাযোগের সুযোগ হয়। আমি আমার রাজনৈতিক সব সমস্যার কথা তার কাছে তুলে ধরলে তিনি আমাকে সহযোগিতার আশ্বাস দেন। শহীদ জিয়ার অনুপ্রেরণা ও নেতার অমায়িক ব্যবহার আমাকে দলে আসতে আরো উৎসাহিত করে।'

মামলায় ক্ষমা প্রসঙ্গে ঝিন্টু দাবি করেন যে, আত্মসমর্পণ করলে ক্ষমা করা হবে- এরশাদ সরকারের আশ্বাসে সরকারের সঙ্গে আপস করেন রুহুল আমিন হাওলাদার, আরিফ ও শান্তু। তারা এরশাদের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে আত্মসমর্পণ করে জাতীয় পার্টিতে যোগ দেন। এরপর মানিকও একই কাজ করেন কিন্তু আমি বিএনপি ছাড়ার প্রশ্নে কোনো আপস না করে ভারতে চলে যাই। কারণ আমি বিএনপির রাজনীতি বিশ্বাস করি এবং নিজেকে শহীদ জিয়ার আদর্শের একজন সৈনিক বলে মনে করি। তাই দলের প্রশ্নে কখনো আপস করিনি এবং করার প্রশ্নও ওঠে না। আমি ঐ সময় পলাতক অবস্থায় মির্জা আব্বাস ও গয়েশ্বর রায়ের সঙ্গে সব সময় গোপনে যোগাযোগ রেখেছিলাম'।

সুইডেনে ঝিন্টু

স্থানীয় বিএনপির বিভক্ত অংশের বিভিন্ন সূত্র জানায়, ঝিন্টু তার ফাঁসির দন্ড থেকে মওকুফ লাভের জন্য সব সময়ই তদ্বির করে গেছেন। এ জন্য ঢাকায় বিএনপি নেতাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন। পূর্তমন্ত্রী মির্জা আব্বাস, বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, ঢাকার মেয়র সাদেক হোসেন খোকা, আইনমন্ত্রী মওদুদ আহমদ ও খাদ্যমন্ত্রী আব্দুল্লাহ আল নোমান, প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব হারিছ চৌধুরী ও বাণিজ্য উপদেষ্টা যুবদল সভাপতি বরকতউল্লাহ ভুলু এবং সর্বোপরি এখন বিশেষ ভবনের সঙ্গে ঝিন্টুর দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। ঝিন্টু সুইডেনে আশ্রয় লাভের পর মওদুদ আহমদসহ বিএনপি নেতাদের নেকনজরে থাকার আশীর্বাদে ঝিন্টু সুইডেনে অল্প সময়ের মধ্যে বিএনপিতে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। একই সঙ্গে পেশাগত জীবনেও অল্প সময়ের মধ্যেই কয়েক মিলিয়ন ক্রোনার মূল্যের নিজস্ব রেস্টুরেন্ট ব্যবসা চালু করে অর্থবিত্তের দিক থেকেও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। সুইডেনের বিএনপি নেতা-কর্মীদের অভিযোগ, সুইডেনে অনেক সুশিক্ষিত, প্রাজ্ঞ ও মার্জিত ইমেজের অধিকারী নেতা থাকলেও একটি প্রভাবশালী লবির সরাসরি সমর্থনপুষ্ট হয়ে সুইডেন বিএনপিতে যোগদানের পর প্রথম সুযোগেই তিনি লাভ করেন সাংগঠনিক সম্পাদকের পদ। এখান থেকেই অতি দ্রুত উত্তরণ ঘটেছে ঝিন্টুর রাজনৈতিক কেরিয়ারে। হয়েছেন পার্টির সাধারণ সম্পাদক এবং অল্প সময়ের মধ্যেই সভাপতি।

স্থানীয় একটি পত্রিকায় নেতা, মন্ত্রী-মিনিস্টার, রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে নিয়মিত ছবি এবং বিশাল কভারেজ ছাপা হয় তার। স্থানীয় বিএনপির একজন নেতা বললেন, 'দুই দশক ধরে সুইডেনে আছি, জীবনের ঘানি টানতেই ত্রাহি অবস্থা। কি করলাম এখানে এসে। না পারলাম রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়ী হতে, আর না পারলাম অর্থবিত্তের মালিক হতে। পত্রিকায় টাকা দেয়ার মতো বা পত্রিকা চালানোর মতো আমাদের ক্ষমতা নাই যে স্থানীয় পত্রিকাঅলারা আমাদের ন্যূনতম কভারেজ দেবে।'

অনুযোগকারী এই নেতা আরো জানান, 'কেন্দ্রীয় নেতাদের কাছে ধর দিয়ে নানান অভিযোগ উত্থাপন করেও কোনো কাজ হয়নি। ঝিন্টু সব সময় ছিলেন কেন্দ্রীয় নেতাদের নেকনজরে বা তাদের প্রিয়পাত্র। অথচ এই ঝিন্টুই দলের স্থানীয় অনেক সিনিয়র নেতাদের মোটেও তোয়াক্কা করতেন না। অনেকের সঙ্গেই করেছেন অসদাচরণ ও বেয়াদবি। তার কারণেই দলে সৃষ্টি হয়েছে কোন্দল এবং নানা গ্রুপিংয়ের বিভক্তি। এর ফলে সুইডেন বিএনপির মতো একটি শক্তিশালী সংগঠনের শক্তিশালী দলীয় ঐক্যের ভিত্তি ও কার্যক্রম হয়ে পড়েছে দুর্বল।'

এ প্রসঙ্গে ঝিন্টুর বক্তব্য, 'সুইডেনে বিএনপি অত্যন্ত শক্তিশালী সংগঠন। কিন্তু নিজেদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির কারণে দলকে সঠিকভাবে পরিচালনা করা অনেক সময় হয়ে ওঠেনি। জেনেভায় দেশনেত্রী প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে আমার ও আখতারুজ্জামান ফনুর সাক্ষাৎকালে তিনি দলকে সকল প্রকার কোন্দল থেকে মুক্ত করে শহীদ জিয়ার আদর্শ বাস্তবায়নে সুসংগঠিতভাবে কাজ করে যাওয়ার নির্দেশ দেন আমাদের।' ঝিন্টু আরো বলেন, 'এই নির্বাচিত কমিটির বিরুদ্ধে যদি কেউ কথা বলে তাতে আমাদের করার কিছুই নেই। এ ধরনের ছোটখাটো সমস্যা দেশেও কমিটি করতে গিয়ে ঘটে থাকে।' বিএনপির একাংশের কাছে বেশ জনপ্রিয় ঝিন্টু শুধু সুইডেন বিএনপির একজন ক্ষমতাবান নেতা নন। তিনি ইতিমধ্যে সুইডেনের ছোটখাটো ১১টি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দল নিয়ে গঠিত 'কেন্দ্রীয় সংগঠন' (বিভক্ত অংশ)-এরও সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেছেন এবং এখনো এই সংগঠনের একজন প্রভাবশালী নেতা হিসেবে সমাদৃত।

ফাঁসি মওকুফ নিয়ে বিতর্ক

দেশে ফিরে আত্মসমর্পণ করে প্রাণ ভিক্ষা চাওয়া মাত্র ১০ দিনের মধ্যে মুক্তি পাওয়ায় ঝিন্টুকে নিয়ে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়েছে।

এই ফাঁসি মওকুফের ঘটনায় অনিয়ম ও অবিশ্বাস্য দ্রুততা নিয়ে সব মহল প্রশ্ন তুললেও ঝিন্টু বলেন, 'এতে দ্রুততার কি দেখলেন? আমি তো সেই '৯১ সাল থেকে চেষ্টা করে আসছি। বাংলাদেশ দেখে হয়তো এতো বিলম্ব হয়েছে, তা না হলো আমি অনেক আগেই মুক্তি পেতাম। '৯১ সালে বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর আমি আশা করেছিলাম সরকার একটি বিহিত করবে। এ ব্যাপারে আমি যোগাযোগও করেছিলাম। কিন্তু যেহেতু এটা একটি আদালতের রায়, তাই আইনের আওতায় সবকিছু করতে হয়। সে মোতাবেক কিছু ঠিক করতে করতে

পূর্তমন্ত্রী মির্জা আব্বাস, বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, ঢাকার মেয়র সাদেক হোসেন খোকা, আইনমন্ত্রী মওদুদ আহমদ ও খাদ্যমন্ত্রী আব্দুল্লাহ আল নোমান, প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব হারিছ চৌধুরী ও বাণিজ্য উপদেষ্টা যুবদল সভাপতি বরকতউল্লাহ ভুলু এবং সর্বোপরি এখন বিশেষ ভবনের সঙ্গে ঝিন্টুর দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ

আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে যায়। যার জন্যে ঐ সময় আর কোনো কিছু করা যায়নি।' তিনি আরো বলেন, '১৯৯০ সালে এরশাদের পতনের পর থেকেই আমি নতুন করে আশার আলো দেখতে পাই। আমার বৃদ্ধ মা রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণভিক্ষা চেয়ে আকুল আবেদন '৯১ সালে বিএনপি এবং পরবর্তীতে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের আমলেও করেছিল। তারপর বর্তমান সরকারের কাছে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আমার উকিলের পরামর্শ অনুযায়ী আইনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আইন মন্ত্রণালয় আমার মামলার সব দলিলপত্র পরীক্ষার করে দেখতে পায় যে, এই মামলার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। বাদী কর্তৃক দেয়া মামলায় আমার নাম নেই। প্রথম চার্জশিটে আমার নাম নেই। হঠাৎ করে দ্বিতীয় চার্জশিটে সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আমার নাম এই খুনের মামলায় জুড়ে দেয়া হয়েছে। কারণ আমি ঐ সময় ঢাকা মহানগর যুবদলের সিনিয়র সহসভাপতি ছিলাম। আমার মতো আরো অনেক তরুণ যুবসমাজ যারা বিএনপির রাজনীতি সঙ্গে জড়িত ছিল তাদের অনেককেই এভাবে বিভিন্ন মামলায় জড়ানো হয়। সুতরাং দলীয় পরিচয়ের সূত্র ধরে বিশেষ অনুকম্পা অথবা বেআইনি প্রক্রিয়ায় মুক্তি লাভের কথা যারা বলেছেন তা ঠিক নয়।'

২০০ ফেরারি সুইডেনে

ঝিন্টুর এই ঘটনায় তাকে বিরল সৌভাগ্যবান বলেই মনে করছেন এ রকম আরেকজন পলাতক খুনের আসামি। দুই যুগ যাবৎ সুইডেনে ফেরারি জীবনযাপন করছেন তিনি ফাঁসির দণ্ড মাথায় নিয়ে। ঢাকা কলেজে সংঘটিত চাঞ্চল্যকর খুনের দায়ে অভিযুক্ত হয়ে দেশ ত্যাগ করার পর আর দেশে ফিরতে পারছেন না দীর্ঘকাল যাবৎ। ছিলেন ছাত্রলীগ কর্মী। জাতীয় পার্টি, আওয়ামী লীগ ও বিএনপি সরকারের সকল দুয়ারে ফাঁসি মওকুফের আবেদনের ধরনা দিয়ে বিফল মনোরথের পর টেলিফোনে বিয়ে করে ঢাকা থেকে বউ এনে বসবাস করছেন নির্বিঘ্নে। অবশ্য এ রকম আপেক্ষকারী রয়েছে আরো অনেকেই যাদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হয়েছে সুইডেন। ফাঁসির আসামি সুইডেনে রয়েছে একাধিক। এছাড়া যাবজ্জীবন ও গুরুতর দণ্ডপ্রাপ্ত আসামির সংখ্যাও কম নয়। সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা গেছে, অন্তত ১৬ জন দাগী আসামি বহাল তবিয়তেই বাস করছে স্টকহোমে। এছাড়াও সুইডেনে বসবাসরত প্রায় ৭ হাজার বাংলাদেশীর মধ্যে অন্তত ২০০ জন আসামি পলাতক অবস্থায় আশ্রয় নিয়েছে সুইডেনে। এদের কারো ভাগ্যে জুটেছে স্থায়ী আবাসের পারমিট, আবার কেউ হয়েছেন প্রত্যাখ্যাত। তারপরেও তারা নানা উপায়ে গা ঢাকা দিয়ে আছে সুইডেনে। অনেকে স্থায়ী আবাস পারমিট পাওয়ার জন্য মিথ্যা ফাঁসির কাগজপত্র জমা দিয়ে তদন্তে ভুয়া প্রমাণিত হওয়ায় আশ্রয় লাভে সরাসরি ব্যর্থ হয়ে শেষমেশ নানা পন্থা অবলম্বন ও দীর্ঘদিন ভোগান্তির পরও নিতান্তই মানবিক কারণে লাভ করেছেন স্থায়ীভাবে বসবাসের পারমিট নামের সোনার হরিণ।

এভাবেই শুধু বাংলাদেশ নয়, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের সন্ত্রাসী ও অপরাধীদের জন্য ক্রমান্বয়ে সুইডেন হয়ে উঠেছে একটি অভয়ারণ্য। সাবেক সোভিয়েট ব্লকভুক্ত কমিউনিস্ট দেশগুলোর স্বাধীনতা লাভের পর থেকে বিশেষ করে সাবেক যুগোস্লাভিয়া হতে অনেক সংঘবদ্ধ অপরাধী এসে ঠাঁই নিয়েছে সুইডেনে। মাঝেমধ্যেই ঘটছে খুন, ধর্ষণ, ডাকাতির মতো বড় বড় অপকর্ম। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের কার্যক্রম পরিচালনার অনেক ঘাঁটি ইতিমধ্যে আবিষ্কার করেছে সুইডেনের নিরাপত্তা বা গোয়েন্দা পুলিশ স্যাপো (SAPO)।এ প্রসঙ্গে স্যাপোর এক কর্মকর্তা সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'সুইডেনে বসবাসরত যে সব অপরাধী আমাদের তালিকায় আছে তাদের ওপর রয়েছে আমাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। এখানে অপরাধের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার কোনো প্রমাণ পেলেই আমরা ব্যবস্থা গ্রহণে তৎপর হই। তবে সন্দেহের বশবর্তী হয়ে অ্যাকশন নেয়াটা সুইডেনে মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। অপরাধীদের সুইডেনে আশ্রয় লাভের বিষয়ে সুইডেনের ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ 'মাইগ্রেশন ডার্কেট'-এর এক কর্মকর্তাকে বলেন, 'উপযুক্ত তদন্তের মাধ্যমে সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের পর আমরা আমাদের সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকি। অনেক সত্য এবং মিথ্যা প্রমাণিত হবার পরেও আমরা আবেদনকারীর বারংবার আপিলের পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তব অবস্থা (অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত) বিবেচনা করেই মানবিক বিবেচনায় অস্থায়ী/স্থায়ীভাবে আশ্রয় লাভের অনুমতি দিয়ে থাকি। তবে এই অবস্থায় এ দেশে কেউ গুরুতর অপরাধের সঙ্গে জড়িত বলে প্রমাণিত হলে তার নাগরিকত্ব বা রেসিডেন্ট পারমিট অবশ্যই বাতিলযোগ্য।

ঝিন্টুকে বাঁচানোর এই মিশনে শুধু আইনমন্ত্রীই নন, যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া গেছে আরো অনেকের। বিএনপির অনেক রাঘব বোয়াল কিংবা টপ-টু-বটম পর্যন্ত নেতাদের সঙ্গে ছিল ঝিন্টুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। খোদ প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার কাছ থেকে ঝিন্টু পেয়েছিলেন গ্রিন সিগন্যাল, যার তথ্য-প্রমাণও ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে

সুস্থ খাসির মাংস

খাসি ভেবে বকরীর মাংস L¡‡"Qb না তো? বিয়ে, জন্মদিন কিংবা অন্য যে কোনো অনুষ্ঠানের জন্য আমরা নিজস্ব খামারে, আধুনিক পরিচর্যায় বেড়ে ওঠা সুস্থ খাসির মাংস সরবরাহ করে থাকি। নিশ্চয়তা রয়েছে স্বাস্থ্যসম্মত মাংসের। প্রয়োজনে আপনার সামনে জবাই করে দেয়া হবে।

ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট ফার্ম
ফোন : ৯১১৩৭৭১, ০১৭১৩৮৭৩৫৪, ০১৭১৯০৭৪৭৪